ডায়মণ্ড কমিকস্
DB-303 Rs. 8.00
U.S. $ 0.25
অগ্নিপুত্র-অভয়
আর সিংহ-মানব

3
হীরক দেশের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে ভীষন
আতংকের সৃষ্টি করে রেখেছিল
সিংহ-মানব—
জনতা ভয়ভীত হয়ে উঠেছিল।
কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিংহ-মানব
কারো কোন ক্ষতি করেনি...!
অগ্নিপুত্র-অভয়
আর
সিংহ-মানব
•কাহিনী: মহেশ দত্ত শর্মা•সম্পাদক: গুলশন রায়•চিত্র: অজিত বসইকর•অনুবাদ: সহেলী দে

ইন্দ্রপ্রস্থের সমস্ত পুলিশ সিংহ-মানবের পেছনে পড়ে ছিল–
গুলি কোন কাজ করছে না, ইন্সপেক্টর বিক্রম!
চিড়িয়াখানার লোকেরাও জাল পাততে সফল হচ্ছে না, ইন্সপেক্টর চেতন!
ঠাঁয় ঠাঁয়
সিংহ-মানব প্রচণ্ড গর্জন করছিল–
গুর্‌ররর
বন বিভাগের কর্মীরা ওকে জালে ফাঁসাবার বৃথা চেষ্টা করে চলেছিল–
উফ! জাল ছিঁড়ে ফেলল!
হেলিকপ্টার?!?
মি. অভয় আসছেন হেলিকপ্টার করে!

হেলিকপ্টারে অভয়–
অফিসার্স! পেছনে সরে যান! গেট ব্যাক! এখুনি!
সিংহ-মানবকে আটকাতে আমি স্লিপিং গ্যাস* ছাড়ব।
*ঘুম পাড়াবার গ্যাস!
কিন্তু স্লিপিং গ্যাস ছাড়ার আগেই সিংহ-মানবের চোখ থেকে তীব্র ছটা বেরিয়ে এল–
কড়চ
সেই ছটা গিয়ে ধাক্কা খেল হেলিকপ্টারে!
হেলিকপ্টার নিয়ন্ত্রণ হারাল–
না!
ও গড! কপ্টারে আগুন ধরে গেছে!
ভগবান অভয়কে রক্ষা করুন!

অভয় দ্রুত ফায়ার-প্রুফ প্যারাশুট পড়ে নিয়েছিল–
আর অভয় যেখানে এসে নামল, ওখানে মানুষখেকো গাছ-পালার মুখোমুখি হল ও–
ওহো! এই সব গাছেরা আমার ওপর ঝাঁপাচ্ছে!
একটা লতা অভয়কে জাপটে ধরল–
উ...আহ! এর বিষাক্ত গন্ধ থেকে বাঁচতে হবে!
অভয় ছুরী বের করে ফুলগাছের ডাল কাটতে লাগল–
এদিকে পুলিশকর্মীরা সিংহ-মানবের সামনে অসহায় হয়ে উঠেছিল–
এর সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল!
এ সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে।

ইন্সপেক্টর চেতন সিংহ-মানবের কি হল?
ও হঠাৎ কোথাও গায়েব হয়ে গেছে!
আমরা আশপাশের সব এলাকা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি।
ও এমন করেই হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। কে জানে, ও কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়?
অফিসার! সমস্ত শহরে রেড-এ্যালার্ট ঘোষণা করে দিন!
সিংহ-মানবকে দেখতে পেলেই যেন খবর দেওয়া হয়।
রাইট!
শীঘ্রই–
সাবধান! সাবধান!! শহরবাসীরা সিংহ-মানব থেকে সতর্ক থাকুন! ওকে দেখতে পেলেই ১০০ নম্বরে যেমন করে খবর দিন।
সিংহ-মানব!
মা! সিংহ-মানবকে আমি খুব ভয় পাই! সুবুক-সুবুক!
ব্যস! আমরা বাড়ী এসে গেছি, গোলু!

ঠিক তখনই চারজন গুণ্ডা গোলুর মা রেখার রাস্তা আটকাল—
গুণ্ডা!
মা!
পার্সটা এদিকে দাও!
ঈঽঽ আমার পার্স!
হা-হা-হা! এতে কি অনেক মাল আছে?
এই চেনটাও দারুন!
না
এই ঘড়িটাও খোল!
এক রহস্যময় ব্যক্তি সব কিছু দেখে যাচ্ছিল—
গুর্রঽঽ

এরপরে দেখতে-দেখতে সেই ব্যক্তি সিংহ-মানবে রূপান্তরিত হয়ে চলল—
গর্জন শুনে গুণ্ডারা পেছনে ফিরল—
গুর্রঽঽগুর্রঽঽ
সিংহ-মানব!
বিদ্যুতবেগে গুণ্ডাদের ওপর ঝাঁপাল সিংহ-মানব—
গুর্রঽঽগুর্রঽঽ
আহ!
গোলু! সিংহ-মানব তো আমাদের সাহায্য করছে!

সিংহ-মানব নিজের নখ দিয়ে এক গুণ্ডার বুক চিরে ফেলল—
বাকী তিন গুণ্ডা প্রাণভয়ে পালাল, কিন্তু সিংহ-মানব ওদের পেছু ছাড়ল না—
বাঁচাও!
তারপর এক লাফে ও তিনজনকেই চেপে ধরল—
এ আমাকেও মেরে ফেলবে!
কে আছ! বাঁচাও!!
এক পথিকের চোখ পড়ল—
সিংহ-মানব! পুলিশকে খবর দিই!
হ্যালো-হ্যালো পুলিশ! পুসা রোডে সিংহ-মানব মারামারি করছে।

অভয় তৎক্ষণাৎ এসে পৌঁছল—
ও গড! চারজনকেই মেরে ফেলেছে।
কি হয়েছিল এখানে? কেউ বলতে পারেন?
মি. অভয়! আমি বলছি!
এই গুণ্ডারা আমার পার্স, ঘড়ি আর চেন ছিনতাই করে নিয়েছিল ছুরী দেখিয়ে, তখনই কে জানে কোথা থেকে সিংহ-মানব এসে ওদের ওপর হামলা করে দেয়।
সিংহ-মানবকে কেউ দেখেছেন?... ও কোথায় পালাল?

না!
আমরা দেখিনি!
ও তো অপরাধীদের শত্রু বলে মনে হচ্ছে!

গুণ্ডাদের বাদ দিয়ে ও অন্য কাউকে ছোঁয়নি পর্যন্ত।
আচ্ছা...এবার আপনারা যান... প্লীজ!

পরের দিন কাগজে সিংহ-মানবই মুখ্য সংবাদ হয়েছিল—
আনন্দবাজার পত্রিকা
সিংহ-মানব চার কুখ্যাত গুণ্ডাকে মেরেছে।
DELHI TIMES
LION KILLS FOUR

সিংহ-মানবের কার্যকলাপে গুণ্ডা আর অপরাধীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে!

সিংহ-মানব! ও আমাদের চারজন সাথীকে মেরে ফেলেছে, সুলতান!
ও তো আমাদের ধান্ধাই চৌপাট করে দেবে!
না, জাফর!

ও সুলতানের হাত থেকে বাঁচবে না!
আজ আমরা 'ব্যাংক অফ ডায়মণ্ড'-এর লকার থেকে হীরে লুট করব! সিংহ-মানব ওখানে এলে আমার হাতে মরবে!
আমাদের সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে যেতে হবে।
Dance club

ওদিকে, রাজপ্রাসাদে মহারাজ হীরেন্দ্র সিং, পুলিশ কমিশনার কুণ্ডু আর অভয় সিংহ-মানবকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে মিটিং করছিলেন—
মি. কুণ্ডু! সিংহ-মানবের ব্যাপারে কোন খবর পেলেন?
মহারাজ! ও ঝড়ের মত আসে আর তুফানের মত গায়েব হয়ে যায়।
তাহলে আপনি এখনও অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে চলেছেন
মহারাজ! সিংহ-মানবের খোঁজে পুলিশ শহরের চারদিকে সতর্ক হয়ে রয়েছে! ও আর বেশী দিন বাঁচতে পারবে না।
তুমি তো আগেও ওর মুখোমুখি হয়েছ, অভয়।
হ্যাঁ, মহারাজ! গুলি ওর ওপর কাজ করে না। ও চোখের পলকে উদয় হয় আর ঠিক ঐ ভাবেই গায়েব হয়ে যায়।
উফ্! ওহো!
আর একটা বিশেষ ব্যাপার হল মহারাজ, ও শুধু অপরাধীদের ওপরই হামলা করে।
মানে পরোক্ষ রূপে ও পুলিশকে সাহায্যই করে!

নিঃসন্দেহে মহারাজ! কিন্তু ওকে আইন নিয়ে খেলা করতে দেওয়া চলে না।
তাহলে আমরা কি আশা করব, কমিশনার?
ও খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার হয়ে পড়বে, মহারাজ! মি. অভয় এই কেসটা নিজে দেখছেন।
ঠিক তখনই, একটা ভ্যান দ্রুত গতিতে রাস্তার বুক চিরে ছুটে চলেছিল।
চারদিকে পুলিশ সতর্ক হয়ে রয়েছে, সুলতান!
মিঃ হ-মানবের খোঁজে!
গাড়ী থামাও, সুলতান! সামনে গার্ড রয়েছে।
ওর ব্যবস্থা আমি করছি, জাফর!
সামলে!
ব্যাংক অফ ডায়মণ্ড

ব্যাংক বন্ধ, স্যার!
ফ ডায়মণ্ড
তোমার কাছে একটু জল হবে? আমাদের গাড়ী প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠেছে!
দিচ্ছি!
গার্ড ঘুরতেই
হাত বিদ্যুৎবেগে
উঠল—
নিঃশব্দে গার্ড লুটিয়ে পড়ল
খতম?
না, অজ্ঞান! তাড়াতাড়ি তালা খোল
শেষ তালাটাও খুলে গেল!
গুড!

গার্ডকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নাও, সুলতান!
পড়ে থাকতে দাও! অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না।
ব্যাংকের ঠিক সামনে এক হোটেলে–
CITY HOTEL
সেই রহস্যময় ব্যক্তি দূরবীন দিয়ে অনেক কিছু দেখে নিয়েছিল–
লম্বা-লম্বা পা ফেলে ও শীঘ্রই ব্যাংকের সামনে পৌঁছে গেল–
সিটি হোটেল
এর কয়েক মুহূর্ত পরেই ও হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ছিল–

ওদিকে ব্যাংকের ভেতরে–
সব লকার খালি! অনেক মাল পেয়েছি।
এবার কেটে পড়া যাক।
লাইন ক্লীয়ার!
সেই রহস্যময় ব্যক্তি এতক্ষণে সিংহ-মানবে বদলে গেছিল–
গুর্রঽঽগুর্রঽঽগুর্রঽঽঽগুর্রঽঽ
জাফর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল–
সিংহ-মানব!
আজ ও আমার হাতে মরবে।
গুর্রঽঽর্রঽ

18
ওর ওপর গুলি কোন কাজ করছে না, সুলতান!
ঠাঁয় ঠাঁয় ঠাঁয়
সুলতান! পুলিশ এসে পড়লে সব গুবলেট হয়ে যাবে। ছাড় একে... পালাও।
তখনই, ডিগবাজী খেয়ে ভ্যানে চড়ে বসল সিংহ মানব —
ধড়াক
গুর্‌রsss
ও ভ্যানের ছাদে উঠে বসেছে, সুলতান!
ওর মরার ইচ্ছে হয়েছে!
উফ্‌! জোঁকের মত লেগে রয়েছে ও!

19
সামনে রাস্তা বন্ধ, সুলতান!
উফ্‌! পুলিশও পেছনে লেগেছে মনে হচ্ছে!
ক্‌...কি করব, জয়ফর? আমার হাত কাঁপছে!
খাদ!
মৃত্যু!
বাঁচার একটাই রাস্তা আছে, জাফর! চলন্ত গাড়ি থেকে লাফাও!
তখনই ভ্যানের সামনের কাঁচ ভেঙে দিল সিংহ-মানব
কড়াক!
না!

হাইওয়ে পুলিশ সিংহ-মানবের অপেক্ষায় সতর্ক হয়ে ছিল—
কেউ আসছে, স্যার!
সিংহ-মানব নয়তো?
এ্যাই... এত রাতে কোত্থেকে আসছ?
রাত নয়, এখন ভোর চারটে বাজে, ইন্সপেক্টর এটা আমার প্রাতঃভ্রমনের সময়!
বায়!
সেপাইরা! এসো আমার সঙ্গে!
আরে... ই. চেতন, সি. অভয়! কি হয়েছে?
অভয়ও ই. বিক্রমকে দেখতে পেয়েছিল—
ইন্সপেক্টর বিক্রম! সিংহ-মানবের দেখা পেলেন?
না! আমরা এক মুহূর্তের জন্যও হাইওয়ে থেকে সরে যাইনি।

ওহো! ও আরও দুজন অপরাধীকে মেরে ফেলেছে! এরা ব্যাংক লুটেছিল।
আমি ওকে হাইওয়েতে খুঁজছি... হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে।
পরের দিন রাজপ্রাসাদে—
অভয়! শহরে সিংহ-মানবের আতংক বেড়ে চলেছে কিছু করলে তুমি?
মহারাজ! ওকে ধরার একটা উপায় ভেবেছি আমি।
সার্কাসের প্রশিক্ষিত বাঘদের যদি সিংহ-মানবের পেছনে ছেড়ে দেওয়া যায়, হয়তো ওকে কাবু করা যেতে পারে।
সেটাও করে দেখে নাও।
কিন্তু ওকে খুঁজবে কোথায় আর সার্কাসের প্রশিক্ষিত বাঘদেরই বা ওর কাছে পাঠাবে কি করে?
কোথাও কোন অপরাধ হলে ও নিজে থেকেই সেখানে এসে হাজির হয়। আমাদের ওর অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।
BANGLAPDF.NET

সিংহ-মানবকে সাধারণত: এই এলাকায় দেখতে পাওয়া গেছে। এখান থেকেই শুরু করা যাক!

সার্কাস

CITY HOTEL

অভয়ের ইশারা পাওয়ামাত্র ওর লোকেরা কাজে নেমে পড়ল—

এ্যাই... এক কিলো আম ওজন কর!

আগে আমাকে এক কিলো আম দে।

দ্...দিচ্ছি!

এ্যাই, আগে আমি এসেছি.. আমাকে আগে দে।

আগে আমাকে দে, নয়তো মুখ ভেঙে দেব।

হ্...শালা! এবার বল, কি করে তুই আগে আম নিবি?

আমার আম!

বীরুর সঙ্গে টক্কর! তোকে আমি ছাড়ব না।

জয়-এর সঙ্গে টক্কর নিতে যাস না, বীরু!

ড্রাইভার! আমার পেছন-পেছন এসো।
কাবুল লাইনে সিংহ-মানব তিন-জন সাধুর সঙ্গে লড়ছিল—
বেশ কিছু বাচ্চাকে অপহরন করে নিয়ে যাচ্ছিল সাধুরা—
অভয় এসে পৌঁছল—
শেফালী! তোমাকে ঐ সিংহ-মানবকে আটকাতে হবে।
বুঝে গেছি।
শেফালী সতর্কভাবে নিজের প্রশিক্ষিত বাঘেদের নিয়ে সিংহ-মানবের দিকে এগোল—

শেফালী বাঘেদের ওদের ভাষায় কিছু একটা বলল—
বরপ্পা... হু-য়ু-মু-হ!
পরমুহূর্তেই বাঘেরা বিদ্যুৎবেগে সিংহ-মানবের দিকে ঝাঁপাল
???
কিন্তু, সিংহ-মানব ওদের চেয়েও ক্ষিপ্র প্রমানিত হল—
ধড়াক
সিংহ-মানব একটা বাঘকে ইঁদুরের মত চেপে ধরল—
ও...ও তো বাঘেদের মেরে ফেলবে!

শেফালী!
ও আমাদের একটা বাঘকে মেরে ফেলেছে! আমি আর ঝুঁকি নিতে পারব না।
শেফালী থামল না!
অভয় ঘুরে দাঁড়াতেই চমকে উঠল
আরে! সিংহ-মানব কোথায় গেল?
এই চালটাও ব্যর্থ হল! এখন কি করি?
হঠাৎ অভয় চমকে উঠল—
গাড়ীর এত লাইন?
এখানেও কিছু গড়বড় হয়েছে মনে হচ্ছে।

এখানে এত ভীড় কিসের?
আপনি জানেন না?
সিংহ-মানব একটা সিনেমা হলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।
ঐ হলে বেআইনী ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল।
ওহো!
সিনেমা হল দাউ-দাউ করে জ্বলছিল—
উপহার
অভয় এক ব্যক্তিকে ভাল করে দেখে চলেছিল—
আরে! একে তো কাবুল লাইনে দেখা গেছিল! এ এখানেও!
পেছু নেওয়া যাক!

HOTEL
ও সিটি হোটেলে উঠেছে!
মিস্! ঐ ভদ্রলোক কত নম্বর ঘরে উঠেছেন?
স্যরি! সেটা বলতে পারব না, স্যার!
আমি পুলিশের লোক! তোমার চাকরী চলে যেতে পারে।
ও... ওহো! উনি হচ্ছেন মি. জেমস্, ১৩ নং ঘরে উঠেছেন!
জেমস্!
ও আজ সকালে ক'টার সময় হোটেল থেকে বেরিয়েছিল?
এখানে সব লেখা আছে। আপনি নিজেই দেখে নিন।
ওহো! যখনই কোন ঘটনা ঘটেছে, ও হোটেলে ছিল না।
একে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সেই সন্ধ্যায় জেমসকে পুলিশ মুখ্যালয়ে ডেকে পাঠানো হল—
মি. জেমস্! আপনি কি সিংহ-মানবের সম্বন্ধে কিছু জানেন?
পুলিশ মুখ্যালয়
শুধু এইটুকু যে, ও অপরাধীদের দেখলেই ক্ষেপে ওঠে আর ওদের শেষ করে দেয়।
এসব তো কাগজেই বেরিয়েছে আর কিছু জানেন?
কি নিয়ে প্রশ্ন চলছে, মি. অভয়?
আরে... ইনি?
আপনি একে চেনেন, ই. বিক্রম?
!!
সেদিন যখন হাইওয়েতে সিংহ-মানবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন ইনি খাদের দিক থেকে ফিরে আসছিলেন।
যেখানে-যেখানে সিংহ-মানবকে দেখতে পাওয়া যায়, আপনাকেও ওখানে দেখতে পাওয়া যায় মি. জেমস্!
ঠিক!

কারণ...আমিই হচ্ছি সিংহ-মানব!
I AM
THE LION MAN
আর এখন তুমি আমাকে আর আটকাতে পারবে না, মি. অভয়! কারন, আমি সিংহ-মানব হওয়ামাত্র অপরাজেয় হয়ে উঠি।
আমি যাচ্ছি। তোমার কোন ক্ষতি করতে চাই না, আমি।
চেঁচিয়ে উঠল অভয়-
সেপাইরা! সবাই পজিশন নাও। ও নীচে যাচ্ছে।
ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল সিংহ-মানব-
টপ-ফ্লোর থেকে পড়তে লাগল সিংহ-মানব!

নীচে সেপাইদের গুলি স্বাগত জানাল সিংহ-মানবকে—
গুড়ুম
গুড়ুম
গুড়ুম
গুড়ুম
কি করে আটকাই?
সিংহ-মানব। নিজেকে আইনের হাতে তুলে দাও!
তুমি বাঁচতে পারবে না।
ঠাক!
এবার তোমরা নিজেদের বাঁচাতে পারলে বাঁচাও।

সিংহ-মানব পুলিশ মুখ্যালয়ে হৈ-চৈ ফেলে দিল—
গরঽঽরঽঽর্‌! আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা কোর না, নয়তো কেউ বাঁচবে না!
আজ তোর বাঁচা কঠিন!
সহসা অভয়কে শূন্যে তুলে ধরল সিংহ-মানব—
চরকির মত ঘুরিয়ে ও অভয়কে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে দিল—
কিন্তু কেউ মাঝখানেই অভয়কে লুফে নিল—

অগ্নিপুত্র!
হ্যাঁ অভয়... আমি এসে গেছি!
এসো আমার সঙ্গে।
সিংহ-মানব সবাইকে অস্থির করে ছেড়েছে, অগ্নিপুত্র!
ওকে কাবু করার জন্য এখুনি একটা ক্রেন চেয়ে পাঠাও, অভয়!
আনছি!
ক্রেন এসে গেল—
ওকে তুলে নাও, অভয়!
এবার সামনের পাথরে ওকে আছড়ে মার।
?!

অভয় ঠিক তাই করল—
গুর্ঁঽঽঽগুর্ঁঽঽ
ঠাক ধড়াক
ধড়াক
এভাবে ওর সব রক্ত বেরিয়ে যাবে, অগ্নিপুত্র!
সেটাই তো আমিও চাই।
শীঘ্রই নিস্তেজ হয়ে পড়ল সিংহ-মানব—
ওর সব রক্ত বেরিয়ে গেছে। একে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাও!
সেপাই! অ্যাম্বুলেন্স ডাক।
সব রক্ত বেরিয়ে যেতেই সিংহ-মানব জেমস-এর রূপে ফিরে এল—
মৃতপ্রায় সিংহ-মানবকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স দ্রুত রওনা হল—
হাসপাতালে—
এর সব রক্ত বেরিয়ে গেছে, মি. অভয়! একে রক্ত দিতে হবে।
দিন ডাক্তার! একে বাঁচাতেই হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় দূরদর্শনে—
আজকের বিশেষ বিশেষ খবর! সিংহ-মানব গ্রেপ্তার! পুলিশ জানিয়েছে যে, জেমস নামক ব্যক্তিই সিংহ-মানব!
জেমস! সিংহ-মানব!!
সুপ্রসিদ্ধ পশু-চিকিৎসক ডা: সেন এই খবর শুনে বিচলিত হয়ে উঠলেন—
অভয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে।
শীঘ্রই হাসপাতালে—
অপারেশন থিয়েটার
মি. অভয়! জেমস এখন কেমন আছে?
অপারেশন সফল হয়েছে। আপনি ওকে চেনেন?
হ্যাঁ—আমি সব কিছু বলব। কিন্তু জেমস ঠিক হয়ে ওঠার পর।
অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থা

কয়েক দিন পর জেমস ঠিক হয়ে উঠলে রাজ-প্রাসাদে সবাই একত্রিত হল —
জেমস! আপনি সিংহ-মানবে কি করে বদলে যেতেন?
মহারাজ! একটা ঘটনার পর থেকে
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে দেশকে একতার সূত্রে বাঁধার জন্য আমি দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম.....
"...এক জায়গায় কিছু গুণ্ডা আমাকে ঘিরে ধরল—"
শিকার!
মাল!
মাল বের কর!
আমাদের মত ছুরীবাজী করে চালিয়ে নিও, সবাই মাল দিয়ে দেবে।
হা-হা-হা!

বের কর মাল!
না-না! আমি দেব না।
মার শালাকে! আমাদের বিরোধিতা করছে।
মড়াক
ধাড়
আঃ হ! মেরে ফেলল!
"ওরা আমার সব জিনিসপত্র আর নগদ টাকা নিয়ে পালাল। আমিও জ্ঞান হারালাম"
তারপর কি হয়েছিল, তা আমি জানি না।
ওহো!
উফ্!
ডাঃ সেন বলে উঠলেন-
এর পরটা আমি বলছি।

"...আমি নিজের এ্যাম্বুলেন্সে করে সেদিন একটা পশুরোগী দেখতে চিড়িয়াখানা যাচ্ছিলাম."
"...রাস্তায়_"
কে? এ্যাকসিডেন্ট মনে হচ্ছে!
উফ্! এর তো সব রক্ত বেরিয়ে গেছে!
এই রক্ত! কিন্তু এটা তো সিংহের রক্ত!
হয়তো এতে ও বেঁচে উঠবে। ঢুকিয়েই দিই!
একে কি করে বাঁচাই?

আমি জেমসকে সিংহের রক্ত দিয়ে দিলাম। সৌভাগ্যবশত: ও এতে বেঁচেও উঠল!
আপনি আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ!
তোমার যাত্রা সফল হোক, শুভকামনা রইল।

সেদিনের পর আমি আজই প্রথম জেমসকে দেখছি!
ওহো! তাহলে সিংহের রক্তের জন্যই অপরাধীদের দেখামাত্র আমি সিংহে বদলে যাই।

অগ্নিপুত্র বলে উঠল—
ঠিক তাই! এটা আমিও জানতাম, তাই আমরা আপনার সব রক্ত বের করে দিয়েছিলাম।

এবার আমি সিংহ-মানব!
না! এখন তুমি আর কোনদিনও সিংহ-মানব হবে না, কারণ তোমার মধ্যে এখন মানুষের রক্ত বইছে।

44
ওহো! অজান্তে আজ পর্যন্ত আমি না জানি কত মানুষকে মেরে ফেলেছি!
মানুষকে নয়, অপরাধীকে।
মহারাজ! আমার ভুলের জন্যই জেমস্ সিংহ-মানব হয়েছিল। কিন্তু একজন ডাক্তার হওয়ার সুবাদে আমি নিজের কর্তব্য পালন করেছিলাম। আপনি জেমসকে ক্ষমা করে দিন।
অজান্তে অপরাধ করলে স্বয়ং ভগবানও তাকে মাফ করে দেন। আমরাও জেমসকে শাস্তি দেব না।
মহারাজের জয় হোক!
ধন্যবাদ, মহারাজ!
অগ্নিপুত্র! তুমি এই উপায় না বললে সিংহ-মানবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না।
অভয়! অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করেই তুমি সাধারন মানুষকে 'সিংহ-মানব' হয়ে পড়া থেকে আটকাতে পার।
ঠিক বলেছ তুমি, অগ্নিপুত্র! রক্ষকই যদি জনগনকে রক্ষা না করে, তো নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তাও তো নেই!
সমাপ্ত
কলাপক্ষ: সন্দীপ আর্টস, ডি-২১, সেক্টর-৬, নয়ডা-২০১৩০১
BENGALI